সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ

সিলেটের রাস্তায় পড়ে থাকা বিদেশি সুস্থ হয়ে উঠছেন; নেই করোনা উপসর্গ
সিলেট নগরীতে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা সেই বিদেশি নাগরিক প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

তার দেহে করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ৪৫ বছর বয়সী মার্কু নামে ফিনল্যান্ডের এই ব্যক্তি শনিবার বিকালে নগরীর মীরবক্সটুলা এলাকায় রাস্তায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন ভেবে কেউ তাকে সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন না। আশপাশের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন।

খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো লক্ষণ নেই বলে সেখান থেকে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ওসমানী হাসপাতালের উপপরিচালক হিমাংশু লাল যুগান্তরকে বলেন, ফিনল্যান্ডের ওই নাগরিকের শরীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনো উপসর্গ নেই।

মার্কু মাদকাসক্ত। এ কারণে তার কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। তিনি এর আগেও একবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিদেশি হওয়ায় পুলিশ প্রথমে ধারণা করছিল মার্কু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই তাকে প্রথমে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে নেয়া হয় বলে হিমাংশু জানান।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) জেদান আল মুসা বলেন, মার্কু সিলেট নগরীর হাওয়াপাড়া এলাকায় হোটেল নাজালের ৩০ নম্বর রুম ভাড়া নিয়ে থাকেন।

তিনি সেখানে গত দেড় মাস ধরে থাকছেন। তার সম্পর্কে প্রয়োজন হলে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে তিনি জানান।

রাজশাহীতে করোনা সন্দেহে চিকিৎসা দেয়নি ৫ হাসপাতাল, ধুঁকে ধুঁকে যুবকের মৃত্যু

করোনা আক্রান্ত সন্দেহে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর মারা গেছেন আল আমিন নামের এক যুবক। তার বাড়ি নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার অলংকার দিঘি গ্রামে।

নারায়ণগঞ্জ ফেরত যুবক আল আমিন (২২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন শনিবার রাত সাড়ে আটটায়।

শনিবার সকালে তীব্র জ্বর, সর্দি, কাশি, ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গ্রামে ফেরেন। তবে গ্রামের লোকেরা তাকে বাড়িতে রাখতে দেয়নি। নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতাল, আদমদিঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, রানীনগর উপজেলা হাসপাতালসহ পাঁচটা হাসপাতাল ঘুরেও কোনো চিকিৎসা না পেয়ে শনিবার বিকালে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত সাড়ে আটটার দিকে আল আমিন মারা যান। মৃত যুবক আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান যুগান্তরকে জানান, তার ছেলে নারায়ণগঞ্জে একটি কাপড়ের দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ করতেন। শনিবার সকালে সে প্রচণ্ড জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফেরে। এ সময় গ্রামের লোকেরা তাকে গ্রামে রাখতে বাধা প্রদান করেন। ফলে দ্রুত তাকে নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকরা আল আমিনকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেন ও ফেরত পাঠান।

উপায়ন্তর না দেখে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে মোখলেসুর রহমান ছুটেন পার্শ্ববর্তী বগুড়ার আদমদিঘি উপজেলা হাসপাতালে। সেখানেও তাকে চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করা হয়। পরে রানীনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল মামুনকে জানালে তার হস্তক্ষেপে আল আমিনকে প্রথমে

রানীনগর উপজেলা হাসপাতালে ও পরে আবার নওগাঁ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে বিকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আল আমিনকে ২৩ নং মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে আল আমিন মারা যান। রামেক হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস যুগান্তরকে জানান, আল আমিনের লাশ রাতেই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে আল আমিন করোনায় নয়, মস্তিস্কের সংক্রমণ বা মেনিনজাইটিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ভর্তির সময় তার শরীরে জ্বরের মাত্রা তীব্র ছিল। মাথা ব্যাথা ও গলা ব্যাথা ছিল।

মেডিকেলের ডেথ প্রতিবেদনের সূত্র উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সর্দিজ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ করোনার বিভিন্ন উপসর্গ থাকলেও আল আমিন মারা গেছেন মেনিনজাইটিস বা মস্তিস্কের সংক্রমণে।

তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই কীভাবে আল আমিনের মেনিনজাইটিস শনাক্ত হলো জানতে চাইলে সাইফুল ফেরদৌস কোনো উত্তর দেননি। এছাড়া রামেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আল আমিনের করোনার কোনো নমুনা সংগ্রহ করেননি বলে জানান তিনি।

এদিকে নওগাঁর রানীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. কেএইচএম ইফতেখারুল আলম যুগান্তরকে জানান, শনিবার যখন আল আমিনকে আমাদের হাসপাতালে আনা হয় তখন তার তীব্র জ্বর ও শ্বাসকষ্ট ছিল। অবস্থা বিবেচনা করে তাকে আমরা নওগাঁ জেলা হাসপাতাল পাঠিয়ে দিই। সেখানে করোনার নমুনা সংগ্রহ করার কথা ছিল। সেটা করা হয়েছে কিনা তিনি জানেন না।

আজ রোববার সকালে মৃত আল আমিনের বাবা মোখলেসুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, কোথাও তার ছেলের সুচিকিৎসা হয়নি। তিনি ছেলেকে নিয়ে পাঁচটা হাসপাতালে ঘুরেছেন। কিন্তু কেউ চিকিৎসা দিতে রাজি হয়নি। পরে কালিগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বাবলু ও ইউএনও আল মামুন সাহেবের সহযোগিতায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই শনিবার রাতে আল আমিন মারা যান। রোববার সকালে নিজ গ্রাম অলরংকারদিঘিতে আল আমিনের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন এলাকাবাসী।

সূএ যুগান্তর

গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানো উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার উদ্যোগে করোনা বিস্তার প্রতিরোধে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি ছিটানোর উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ সাহিদুজ্জামান খোকন উপস্থিত থেকে এ পানি ছিটানোর কাজের উদ্বোধন করেন। এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন কালে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ সহ নানান কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা এ রোগ থেকে নিজেকে ও আপনজনদের রক্ষা করতে সচেতন হোন। জনসমাগম একেবারে এড়িয়ে চলুন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গাংনীর যে সাপ্তাহিক হাটে আজ মানুষের সমাগম লক্ষ করা গেছে তা রিতিমত অত্যান্ত ঝুঁকি পূর্ণ। মানুষকে এতকিছু বলার পরও তাদের হুশ হয়না কেন আমার বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন, আমরা বামন্দীর বড় গরুর হাট বন্ধ করে দিয়েছি জনগণকে এ করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য। করোনা ভাইরাস বিস্তার যাতে না করতে পারে প্রতিদিন মাইকে সব এলাকায় সচেতনতামূলোক প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তারপরও অনেকে তাতে কর্নপাত করছেননা এটা দূঃখজনক। গাংনীর হাট যেহেতু ঝুকিপূর্ণ তাই আগামীতে যাতে জনসমাগম না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এ সময় স্থানীয় নেতা কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সেনাবাহিনীর জীবাণুনাশক স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসাধারণকে সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনীর উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে । শনিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার এলাকায় স্প্রে করা হয়।

এ সময় সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে করে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি, বগুড়ার ৪০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফখরুদ্দীনের, পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি, সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসিরুদ্দিন সহ সেনাবাহিনী,পুলিশ ও ডিবির সদস্যরা প্রতারণার কাজে অংশগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলকে অযথা বাইরে বের না হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের হ্যান্ড স্যানিটায়ইজেশন বিতরণ

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমানের উদ্যোগে করেনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটায়ইজেশন লিকুইড বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর ক্লাব প্রাঙ্গণে এ সকল হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম উপস্থিত থেকে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible] (COVID-19) [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

করোনাভাইরাস থেকে মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। চীনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেয়ে নারীর হারের চেয়ে পুরুষের হার কিছুটা বেশি। চীনের একটি মেডিকেল জার্নালে দেখা গেছে, ধূমপানের ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হওয়ার আশঙ্কা ১৪ গুণ বেশি।

প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে- ধূমপান ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে। নিয়মিত ধূমপান করার ফলে এটি বায়ুপথে সিলিরি ক্লিয়ারেন্সকে বাধা দেয়। বাতাস থেকে টক্সিন এবং শ্লেষ্মা বের করে আনার জন্য এবং কাশির সময় ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য এরা দায়বদ্ধ এবং ধূমপান করলে তখন তা প্রভাবিত হয়। ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের সংক্রমণের সময়, নিউট্রোফিল নামক শ্বেতরক্ত কোষের প্রদাহ দেখা দেয়। গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট, ধূমপান করোনাভাইরাসের প্রভাবকে আরও খারাপ করে তোলে।

যদি কেউ ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তবে এটি খুব ভালো সময়। আমরা এ সংকটের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব মানুষকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে এবং ফুসফুসের অবস্থার উন্নতি, ক্ষত নিরাময়সহ শরীরের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করতে সহায়তা করে পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব কমিয়ে আনতে পারি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যেসব শিশু ধূমপায়ীর সংস্পর্শে আসে, তাদের তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। অতএব ধূমপায়ী ধূমপান বন্ধ করলে পরিবারের ধূমপান সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

পরোক্ষ ধূমপান এক্সপোজার হ্রাস করা, বিশেষত বাচ্চাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফুসফুসের অন্যান্য ভাইরাস দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি একই রকম হতে পারে। এ জন্য ধূমপায়ীদের যদি দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, তবে অতিরিক্ত যত্ন নেয়া উচিত। সুতরাং এখনই যারা ধূমপান ছাড়তে চান, তাদের নিকোটিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির (এনআরটি) সন্ধান করা প্রয়োজন। এটি আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক সময় এবং মানুষ নিজের সুরক্ষা এবং অন্যকে সুরক্ষার উপায় সন্ধান করছে। এ সময় ধূমপান বন্ধ করা বা থামানো সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর

চাঁদপুরে রাতে হঠাৎ মসজিদে মসজিদে আজান!

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে রাতে হঠাৎ মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা গেছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বেশিরভাগ মসজিদের মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে আসে আজানের সুমধুর ধ্বনি।

প্রথমে একজনেরটা শুনে অন্যরা আজান দিলেও কী কারণে এমনটি হয়েছে সে বিষয়ে কেউ সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারেননি।

ঢাকায় বসবাসরত হাজীগঞ্জের বাসিন্দা ইমাম হোসেন ইমন ফোন করে যুগান্তরকে জানান, তিনি শুনেছেন– হাজীগঞ্জ উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে নাকি বৃহস্পতিবার সকালে একটি শিশু জন্ম নিয়ে মারা গেছে। সে শিশু নাকি বলেছে আজান দিতে।

বিষয়টির সত্যতা জানতে ওই গ্রামে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, এটি গুজব। এ ঘটনা সত্য নয়।

হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানায়, এটি গুজব। আমরা আজান দিইনি।

উপজেলার ৯নং গন্ধর্ব্যপুর উত্তর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদের খতিব শাহ আলম আল কাদরী ও কাকৈরতলা সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ আবদুল মমিন ফারুকি জানান, আমরা কোনো নির্দেশনা পাইনি। আর শরিয়তে এমন কোনো কাজ করার বৈধতাও দেখি না। এটি গুজব হবে।

একই গ্রামের মুন্সিবাড়ি মসজিদের ইমাম জানান, তাকে কোনো এক হুজুর আজান দিতে বলেছেন। তাই তিনি সে মোতাবেক আজান দিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আজান দেয়া হয়েছে।

হাজীগঞ্জ থানার ওসি আলমগীর হোসেন রনি যুগান্তরকে বলেন, ‘আমরা কোনো নির্দেশনা পাইনি। তবে আজানের কথা শুনেছি। রাত ১০টা থেকে বিভিন্ন মসজিদে হঠাৎ আজান দেয়া হয়েছে।

এদিকে ইসলামী ফাউন্ডেশন অথবা উপজেলা প্রশাসন এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তারা বলেছেন এটি গুজব।

সুত্র-যুগান্তর

কোয়ারেন্টিন শেষে কিশোরীকে বিয়ে, সৌদি প্রবাসীর জরিমানা

হোম কোয়ারেন্টিন শেষ হওয়ার তিন দিন পর এক কিশোরীকে (১৭) বিয়ে করায় রাসেল নামে এক সৌদি প্রবাসীকে জরিমানা করা হয়েছে।

সম্প্রতি ঢাকার দোহার উপজেলার উত্তর জয়পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উত্তর জয়পাড়া গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে মো. রাসেল গত ৮ মার্চ সৌদি আরব থেকে দেশে আসেন। এর পর তিনি ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে ছিলেন।

গত শনিবার তার হোম কোয়ারেন্টিন শেষ হয়। এর তিন দিন পর কিশোরীকে বিয়ে করেন রাসেল।

পরে খবর পেয়ে বুধবার রাত ১১টার দিকে রাসেলের বাসায় অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত।

দোহার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জ্যোতি বিকাশ চন্দ্রের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র বলেন, বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে রাসেলকে। একই সঙ্গে কনের বয়স ১৮ বছর না

হওয়া পর্যন্ত তাকে বাবার বাড়িতে রাখার এবং তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করার শর্তে উভয় পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে রাসেলকে মুক্তি দেয়া হয়।

সুত্র-যুগান্তর

করোনা থেকে মুক্তি পেতে মসজিদে মসজিদে আজানের ধ্বনি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে নোয়াখালীর বিভিন্ন মসজিদে আজান দিয়েছেন মুয়াজ্জিনরা।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত তাদের কণ্ঠে ভেসে আসে আজানের সুমধুর ধ্বনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাত সাড়ে ১০টার পর জেলার কোম্পানীগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সোনাইমুড়ী, সেনবাগ, কবিরহাট, সুবর্ণচর, সদর ও হাতিয়া উপজেলার বিভিন্ন মসজিদের মাইক থেকে থেমে থেমে আজান শুরু হয়।

তবে অসময়ে আজানের ধ্বনি শুনে অনেকেই চমকে ওঠেন। কেন কী কারণে রাতে আজান দেয়া হলো, সে বিষয়ে জানতে অনেকেই সাংবাদিক ও পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করে খবর নেন।

চাটখিল পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের সুন্দরপুর মহল্লার বাসিন্দা নুর মোহাম্মদ বলেন, রাত ১১টার পর হঠাৎ করে বেশ কয়েকটি মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে আসে। বিশেষ করে রাত ১১টার পর আজান দেয়ায় অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান।

কবিরহাট উপজেলার নরোত্তমপুরের বাসিন্দা মো. গিয়াস উদ্দিন

জানান, তিনি ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় পদুয়া মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পান। এর কিছুক্ষণ পর আরও কয়েকটি মসজিদ থেকেও আজানের ধ্বনি আসতে থাকে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা কামাল হোসেন বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম থেকে কোনো এক মাওলানা জানিয়েছেন জেলার সব

মসজিদ থেকে একযোগে আজান দিলে এবং কালোজিরা দিয়ে লাল চা খেলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাই

জেলার বিভিন্ন উপজেলার মসজিদ থেকে একযোগে আজান দেয়া শুরু হয়েছে। চাটখিল পৌরসভার ফতেহপুর মহল্লার বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদের খতিব নাসির উদ্দিন জানান, তার মসজিদের মুয়াজ্জিন রাত ১১টার দিকে ফোন করে আজান দেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি নিষেধ করেন।

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া এ ধরনের আজান দেয়া আইনত অপরাধ। যেসব মসজিদ থেকে আজান দেয়া হয়েছে, প্রশাসন চাইলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আর এ ধরনের আজানের ধর্মীয় কোনো ভিত্তি আছে বলেও তার জানা নেই।

সুত্র-যুগান্তর